পরে ট্রেজারার হিসেবে দক্ষতার সহিত দায়িত্ব পাল করি। এভাবেই বিরামহীন ভাবে এগিয়ে যাচ্ছিলাম আমার মটবাড়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মঠবাড়ী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প এবং মঠবাড়ী খ্রীষ্টান সমবায় ঋণদান সমিতি লিঃ এর কাজ নিয়ে।

পরবর্তী এজিএম-এর পূর্বে আমাকে অজ্ঞাত নামা এক ফোনে হুমকি দিয়ে বলা হয় আমি যেন এজিএম-এ উপস্থিত না থাকি, যদি থাকি তাহলে আমাকে গুলি করে হত্যা করা হবে। এর প্রেক্ষিতে আমি আমার সহকর্মী যোসেফ রোজারিও কে সঙ্গে নিয়ে এসপি সাহেবের কাছে বিস্তারিত আলাপ করি। প্রথমে তিনি ব্যাপারটি আমলে নিতে চাননি। কিন্তু যোসেফ রোজারিও ব্যাপারটির গুরুত্ব তুলে ধরেন। এরপর এসপি সাহেব আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, এজিএম-এর দিন আন্ততঃপক্ষে কোন আততায়ীর হাতে আপনার প্রাণ যাবে না এটা আমি নিশ্চিত করলাম। আমরা তাকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে আসলাম। এজিএম-এর দিন সকাল থেকে আর্মড পুলিশের উপস্থিতি টের পেলাম এবং এগারটার দিকে ছদ্মবেশে তিন জন পুলিশ অফিসার আমার সাথে দেখা করে আমাকে বলল, আপনি নিশ্চিন্তে আপনার কাজ চালিয়ে যান। এজিএম শেষে ঐ রাত্রেই আমি নিরাপদে ঢাকায় আমার পরিবারের কাছে ফিরে আসতে সক্ষম হই।

এরই মধ্যে মঠবাড়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের আরো উন্নতি সাধনের জন্য সচেষ্ট হয়ে কিছু গুছানোর চেষ্টা করি। এর মধ্যে স্কুলের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, দলিল দস্তাবেজ দেখা এবং সংরক্ষণের উদ্যোগ নেই, যার ফলশ্রুতিতে এক কালো অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়। আমি সম্পূর্ণ ভাবে একা হয়ে যাই। আমার চারি পার্শ্বে ঘুটঘুটে অন্ধকার ছাড়া আমি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলামনা। অনেকেই আমাকে ভুল বুঝে বিরোধীতা করে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সাথে হাত মিলাল। আমি ভয়ে এলাকায় খুব একটা যেতাম না। কিন্তু বিপদ আমার পিছু ছাড়লোনা আমাকে এক মিথ্যা অস্ত্র মামলার হুকুমের আসামী করার জন্য থানায় তদবীর শুরু হল। কিন্তু ঈশ্বরের পরিকল্পনা সাধারণ মানুষের অনেক উর্ধ্বে। আমি এ বিপদে পড়ার কিছুদিন আগে তৎকালীন বনানীর মেজর সেমিনারীর রেক্টর বর্তমান অবসরপ্রাপ্ত পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা'র সহায়তায় আমি থানার ওসি সাহেবের সাথে বিশেষ ভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাই যে কারণে তিনি ও তার পরিবার আমাকে ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালো করে চিনতেন। যখন ঐ সাজানো মামলার উদ্যোগ নেয়া হয় তখন তিনি সেই মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন নিকোলাস গমেজকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে চিনি, তার দ্বারা এই ধরনের কাজ কখনেই সম্ভব না। তিনি মঠবাড়ী জন্য যে কাজ করেছেন তা আপনারা বিশ বৎছরেও করতে পারবেনা। অতএব হয়রানীমূলক মিথ্যা মামলা তার বিরুদ্ধে গ্রহণ করতে পারব না।

ধীরে ধীরে আবার স্কুলের প্রতি উদ্যোগী হলাম। বিপক্ষের শক্তিগুলোর বিপরীতে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে স্কুলের দায়িত্ব পুনরায় গ্রহণ করলাম। এবার স্কুলটি ২০ (১) ধারায় আর্চডায়োসিসে দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নিলাম। বহু প্রচেষ্টা চালিয়ে কমিটির রেজুলেশনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিলাম এবং আর্চবিশপ মহোদয়কে স্থানীয় পাল পুরোহীতের মাধ্যমে স্কুলটি গ্রহণ করার জন্য পত্র প্রেরণ করলাম। কিন্তু এবারও বিধি বাম হল। মিশনের বর্তমান পাল-পুরোহিত সুব্রত বনিফাস টলেন্টুনু মিশনের সমস্ত মুরুব্বিদের অনুরোধকে উপেক্ষা করে আবেদনটি পাঠালেন না। ঘটনার এক পর্যায় যখন তিনি পাঠালেন তখন ২০ (১) ধারায় দেওয়ার সময় পার হয়ে গেল। এরই মধ্যে মিশনের কিছু মুরব্বী মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে আমার প্রতি বিরূপ আচরণ শুরু করল। আমি বিষয়টি আচ করতে পেরে মুরুব্বীদের সাথে যোগাযোগ শুরু করলাম। তাদের সাথে বিভিন্ন সময় আলোচনায় বসে তাদের ভুল ভাঙ্গানোর চেষ্টা করি এবং তারা আমার সাথে একমত হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে আমি মিশনের বারজন মাতব্বরের নাম উল্লেখ করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে মঠবাড়ী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্যাডে দীর্ঘ এক চিঠি লিখে সরাসরি আর্চবিশপ মহোদয়ের হাতে পৌছাই। তিনি উত্তরে আমাকে অনেক খুশি হয়ে স্কুলটি গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সহকারী বিশপ থিয়েটনিয়াস গমেজ, সিএসি'কে আহবায়ক করে তার সাথে স্কুলের সমস্ত বিষয়ে যোগাযোগ করতে লিখিতভাবে অনুরোধ করেন। আমি যথারীতি এ ব্যাপারে তৎপরতা চালিয়ে বিশপ থিয়োটনিয়াসকে আমার চেয়ারম্যান পদটি দিয়ে আমি ভাইস চেয়ারম্যান পদ গ্রহণ করে কমিটি গঠন করি। এ ব্যাপারে আমাকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন সেন্ট যোসেফ স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল ব্রাদার জন রোজারিও, সিএসসি ও এসএমআরএ সম্প্রদায়ের তৎকালীন সিষ্টার জেনারেল মেরী দীপ্তি, এসএমআরএ। বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশপ ২০ (১) ধারায় পৌছার প্রায় দ্বার প্রান্তে কিন্তু না আমাকে শেষ বারের মত পরাস্ত করার চেষ্টা চালানো হল যাতে স্কুলটি ২০(১) ধারায় না যায়। ঢাকা শহরে এক বৎসর আগে সংগঠিত হত্যা মামলায় আমাকে আসামী করার জন্য ডিবি পুলিশ পাঠানো হয় আমাকে গ্রেপ্তারের জন্য। প্রথম দিন আমাকে না পেয়ে পরবর্তী দিন আমার অফিসে পুলিশ এসে হত্যা মামলার ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে এক পর্যায় তার কথায় আমি স্পস্টতই ইঙ্গিত পাচ্ছিলাম যাতে মঠবাড়ী স্কুলটি ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের হাতে না দেয়া হয়। অন্যথায় হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার করা হবে বলে আলামত দেয়। আমি এবার বিভিন্ন উচ্চ পদস্থ সরকারী লোকজনের রেফারেন্সের কথা বলতে থাকি। এতে করে ডিবি পুলিশ একটু ঘাবরে যায়।